আকাশ ভালোবাসি

মোঃ রাকিব হাওলাদার

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

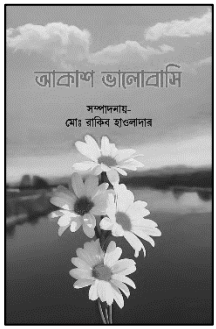

আকাশ ভালোবাসি

মোঃ রাকিব হাওলাদার

প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০২৪ইং
© সম্পাদক ও কবি
প্রচ্ছদ মোঃ নাছিম প্রাং
প্রকাশক মোঃ নাছিম প্রাং
ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী
Mobile: 01755-274614, 01516-379064
E-mail: ichchashakti22@gmail.com
কম্পোজ এন.এস কম্পিউটার্স
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
অনলাইন পরিবেশক Rokomari.com
মূল্য ২৫০ টাকা মাত্র
I love the Sky Published by ichchashakti Prokashoni
34 Banglabazar, Dhaka-1100
Price: BD Tk. 250
ISBN: 978-984-35-6897-7

উ ৎ স র্গ

নশ্বর এ ভুবনে আমাদের অনেক প্রিয় মানুষ থাকে, এর মাঝে
অধিকতর প্রিয় হলো **পিতা ও মাতা**।
আমার সম্পাদিত প্রথম যৌথ কাব্যগ্রন্থ
"আকাশ ভালোবাসি" আমি তাদের জন্য উৎসর্গ করলাম এবং
আমার ভ্রাতাদ্বয় যাদের স্নেহ
পরশে আমি এই পর্যন্ত এসেছি, তাদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

সূ চি প ত্র

কবিদের নাম	পৃষ্ঠা
হাঁঃ নাজিমুদ্দিন	৫
রাকিব হাওলাদার	৬ – ৯
মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন	১০, ১১
মেহেরুন্নেছা স্মৃতি	১২, ১৩, ১৪
মোঃ রেজাউল ইসলাম	১৫, ১৬
খাদিজা আক্তার (কলি)	১৭, ১৮, ১৯
মোঃ নুহাশ আহমেদ	২০, ২১, ২২
মোঃ আক্তারুজ্জামান আক্তার	২৩, ২৪
রেজাউল করিম রাসেল	২৫, ২৬
মোঃ পারভেজ কবির	২৭ – ৩২
মাহবুব আলম বুলবুল	৩৩ – ৩৭
এইচ.এম শাহেদুল ইসলাম তানভীর	৩৮, ৩৯, ৪০
সুবীর কুমার গুপ্ত	৪১ – ৪৫
নাঈম আহমদ	৪৬, ৪৭
মাহদী হাসান মুয়াজ	৪৮ – ৫৬
জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন	৫৭ – ৬৪
হাবিবুর রহমান	৬৫, ৬৬
আহমেদ মুরসালীন	৬৭, ৬৮
রাফি রহমান চৌধুরী	৬৯, ৭০, ৭১
মোঃ বজলুর রশীদ	৭২, ৭৩
ইশরাখ ইমু	৭৪, ৭৫
এস.এম.জাহিদুল ইসলাম	৭৬ – ৭৯
বই নিয়ে বিখ্যাত মনিষীদের কিছু উক্তি	৮০

কবি পরিচিতিঃ হাফেজ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, ১লা অক্টোবর ১৯৯৫ইং খুলনা জেলার তেরখাদা থানার কোদলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ সিরাজুল ইসলাম। মাতা মোছাঃ বেবীয়া বেগমের কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি ২০০৪ সালে খুলনা পল্লীমঙ্গল মাদ্রাসা থেকে হিফজ সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম ইছাপুর বড় মাদ্রাসায় চার বছর শিক্ষকতা করেন এবং বর্তমানে তিনি ২০১৩ সাল থেকে উত্তরার স্বনামধন্য মাদ্রাসা মাদ্রাসাতুর রহমান আল আরাবিয়াতে হিফজ রিভিশন বিভাগে দক্ষতার সহিত জিম্মাদারী পালন করে আসছেন।

ছাত্র জীবন

হাঁঃ নাজিমুদ্দিন

ছাত্র জীবন পড়ার জীবন
যদি নাহি পড়,
কেমন করে হবে বন্ধু
দশের কাছে বড়।

এই জীবনকে মূল্য দিয়ে
হইলো সোনার মানুষ,
মূল্য যদি না দাও তবে
করবে যে আফসোস।

এই জীবনটা আনতে পারে
তোমার জীবনে সুখ,
দূর করিয়া দিতে পারে
জীবনের সব দুঃখ।

হাতে ধরি পায়ে ধরি
ওগো আমার ভাই,
এই সময়টা কাটায়ো না
হেলায় ও খেলায়।

তোর কাজেতে মহান মালিক
যদি খুশি হয়,
দো'জাহানে নাই যে বন্ধু
তোমার কোন ভয়।

কবি পরিচিতিঃ কবি মোঃ রাকিব হাওলাদার, ২০০৪ সালের ২০ই জানুয়ারি বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার খারইখালি গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোঃ তরিকুল ইসলাম, মাতার নাম নিলুফা বেগম। বর্তমানে তিনি শরহে বেকায়া জামাতে অধ্যায়নরত আছেন, মাদরাসাতুর রহমান আল আরাবিয়াতে, (উত্তরা, ঢাকা)। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী।

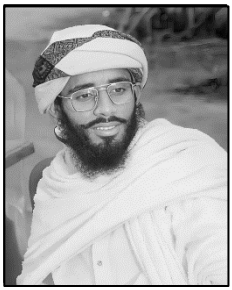

কোন সে মহিয়সী!

রাকিব হাওলাদার

কোন সে মহিয়সী ! যে,
হৃদয়ের ব্যথাতুর আলপিন
তুলে নিয়ে, মরহম লাগিয়ে
বলবে, আমি তো আছি।

কোন সে মহিয়সী ! যে
মন খারাপের সন্ধ্যা বেলায়
মাথায় হাত বুলিয়ে বলবে,
আপনার দুঃখ-বোধ জমা
রাখা আকাশ হবো।

কোন সে মহিয়সী! যার
বুকে মাথা রেখে, ভুলে যাবো
ব্যথাতুর যত অতীত আছে।
কে হবে আমার কাঙ্ক্ষিত সেই মহিয়সী।

আমি ও স্বাধীন
রাকিব হাওলাদার

আমি ও স্বাধীন,
আমারও তো আছে
এ মাটির অধিকার,
তবে কেন! জীবন আমার
লাঞ্ছনার আর বঞ্চনার।

যে মাটির তরে বিলিয়ে ছিল
লাখো শহীদ প্রাণ,
লুণ্ঠিত হয়েছিল
হাজারো মায়ের সম্মান,
তবে কেন! এখনো হারায়
আমার বোন তার মান?

ওরা বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে
প্রচার করে নাস্তিকতা,
মোরা যখন স্বাধীনতার কথা বলে
চাই আস্তিকতা,
তখন মোরা হয়ে যাই মৌলবাদী,
আচ্ছা!! কবে শেষ হবে এসব নাটকীয়তা।

বলতে কী পারো মা!
কোথায় মোর সেই স্বাধীনতা,
চেয়েছিলাম মোরা যেই স্বাধীনতা,
স্বাধীনতা পাইনি মোরা সেই স্বাধীনতা।

আকাশ ভালোবাসি
রাকিব হাওলাদার

এখনো অপেক্ষায় আছি ঐ রাতের মতো একটি রাতের,
যে রাতে আমাদের প্রথম কথা হয়েছিল,
হয়তোবা তা আর কখনোই ফিরে আসবে না।

তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে আকাশটাকেও
ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছিলাম,
ভাবতাম তোমার হৃদয়েও মনে হয়
আকাশের মতো বিশালতা রয়েছে,
কিন্তু, এটাতো একটি কল্পনা ছিল।

দেখ প্রিয়! তুমি বেঈমানি করলেও আকাশটা না,
আমার সাথে একটুও বেঈমানি করেনি,
এখনো প্রতি রাতে খোলা আকাশের নিচে বসে
চাঁদের দিকে তাকিয়ে তোমার কথা ভাবি!
আর মুচকি মুচকি হাসি।

তুমিই তো একদিন বলেছিলে! আকাশ
যেভাবে মানুষকে কখনো ছেড়ে যায় না
আমিও তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না।

দ্যাখ; তুমি ঠিকই চলে গেছ
কিন্তু আকাশটা না আমাকে ছেড়ে যায় নি,
তাই আকাশ ভালোবাসি, ভালোবেসেই যাবো।

ভালোবাসি
রাকিব হাওলাদার

কিশোর বয়সে মেয়েটি এসে
বলেছিল, ভালোবাসি–
তখন এর মর্মার্থ বুঝতাম না
কোনো কিছু না ভেবেই,
প্রতি উত্তরে বলেছিলাম ভালোবাসি।

ভালোবাসি শব্দটির মাঝে যে
এতোটা মায়া, তীব্র যন্ত্রণা, অভিমান
লুকিয়ে রয়েছে, তা জানলে
বোধ-হয় বলতাম না ভালোবাসি।

"ভালোবাসি' চার অক্ষরের এই শব্দটি
যে বলতে শিখিয়েছিল,
সে'ই একটা সময় এসে শিখালো
ভালোবাসা মিছে মায়া।

এই অবনীর অধিবাসীদের
জানিয়ে দেই, 'ভালোবাসি'
শব্দটির মাঝে জড়িয়ে আছে
নৈঃশব্দ্যের ডাকে সাড়া দেওয়া
হাজারো বিরহীর প্রাণ।

কবি পরিচিতিঃ কবি মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মোমেনশাহী জেলার অন্তর্গত গোলাভিটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভালোবাসেন পড়তে ও লিখতে। লেখালেখির মাধ্যমে তিনি সমাজের পরিবর্তন কামনা করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কাব্য-কবিতা ও গদ্য লেখার প্রতি ঝোঁক ছিল অধিক বেশি। সেই সাথে এখন লেখালেখিতে তাঁর সরব বিচরণও রয়েছে।

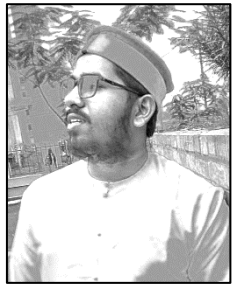

মুক্ত তুমি
মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন

আসলেই তুমি বহুরূপী ছিলে,
বুঝতে হয়েছি ব্যর্থ।
আমার নগরে বিষাদ ছড়িয়ে,
তুমি অন্যের কাঁধে সুপ্ত।

তোমার দহনে দগ্ধ আমি,
আজও তোমার প্রেমে মুগ্ধ।
ভাগ্যের ভাগে দঃখ নিয়ে,
আমি তোমায় করেছি মুক্ত।

প্রেম - বিলাসের সুখেরাও যে,
বিষাদের সাথে যুক্ত,
নিয়তির চাকা এভাবেও ঘুরে
বোধ জাগেনি উক্ত।

আমি এখন কেমন আছি,
এটা নয়তো মুখ্য।
তুমি অনেক ভালো থেকো, কারণ-
তুমি এখন মুক্ত।

চিঠি

মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন

জানালার ফাঁক গলে আজও চেয়ে থাকি
পথ পানে, তোমার আশে।
জানি কলেজ শেষে ঐ পথ ধরে
ফিরবে তুমি আপন নীড়ে।

আজও পথের ধারে লোকালয়ে দাঁড়িয়ে থাকি,
এক পলক তোমায় দেখবো বলে।
জানি তুমি এক পলকও তাকাবে না,
জানি পরবে না চোখ আমার চোখে।

তবুও; এক পলকের দর্শনে যে,
ক্ষণকালের তৃপ্তি মিলে।
তোমাকে এখনো পাইনি বলে
দুঃখ করিনা মন ও দিলে।

চিঠি দিয়েছি গগন-পরে
পেয়ে যাবো একদিন সময় হলে।

কবি পরিচিতিঃ কবি মেহেরুন্নেছা স্মৃতি, ২০০৬ সালের ২৯শে জানুয়ারি শেরপুর জেলার চকসাহাব্দী গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার দক্ষিণখান আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০২১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং ২০২৩ সালে সরদার সুরুজ্জামান মহিলা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন।

অনুভবে তুমি
মেহেরুন্নেছা স্মৃতি

তোমার হাতে হাত রেখে
স্নিগ্ধ বিকেলে হাঁটতে চাই।
গ্রামের মেঠো পথ ধরে
ছুটে যেতে চাই—
দূরে-বহুদূরে।
তোমার কাঁধে মাথা রেখে,
আঁখিতে অনুভূতির আকাশ ছুঁয়ে
মনের কথা বলতে চাই।
জোছনাময়ী রাত্রি জেগে,
তোমার বুকে কান পেতে
শুনতে চাই—
হৃদয়ের ধুকপুকুনি শব্দধ্বনি।
তোমায় কাছে পেয়ে
অনুভব করতে চাই—
হৃদয়ে বয়ে চলা উথাল-পাথাল
প্রেমের জোয়ার-ভাটা।
তোমায় বুকে জড়িয়ে ধরে
ভেসে যেতে চাই—
প্রেম সাগরের গভীরতায়।
তোমার চোখে চোখ রেখে
হারিয়ে যেতে চাই—
স্বপ্নপুরীর অসীমতায়।
তোমায় ভালোবেসেই পাড়ি দিতে চাই
এই শব্দময় পৃথিবীর মায়া ছেড়ে
নির্জন-নিঃশব্দ অজানায়।।

কোনো একদিন তুমি আর আমি
মেহেরুন্নেছা স্মৃতি

বহুকাল পরে তোমার সাথে
দেখা হবে মোর সুরমা নদীর ঘাটে।
বলবে তুমি মধুর সুরে—
"ভালোবাসি শুধুই তোমারে।"
তোমার পরনে শুভ্র-সাদা পাঞ্জাবি
আমি পরবো লাল পাড়ের সাদা শাড়ি।
হাতে হাত রেখে অচিন পথে দেবো পাড়ি
বাইবো মোরা হৃদয় ঘাটের প্রেমের তরী।
গোধূলি বেলায় আলো ছায়ার খেলায়
খেলব লুকোচুরি চোখের ইশারায়।
কিছু কথা বলবো মুখে
কিছু রাখব ঠোঁটের কোণে অগোচরে।
হঠাৎ করে কথার মাঝে
ঠোঁটকে ঠোঁট স্পর্শ দিয়ে
জেনে নিবে কথাটিরে।
আমি লাজুক দৃষ্টিতে
চাইবো দূর আকাশ পানে।
তুমি হঠাৎ মোর আঙুলের মাঝে আঙুল গেঁথে
জাপটে ধরবে বুকের কাছে।
বলবে শোনো বুকের ভেতর ধুকবুকুনি চিত্তধ্বনি,
বলবে শোনো একটি কথা—
"এ পৃথিবীর বুকে অমর হবে
তোমার আমার ভালোবাসা।"

অপেক্ষা

মেহেরুন্নেছা স্মৃতি

আজও তোমার অপেক্ষায় থাকি
উত্তরের বাতায়নটা আজও খোলা রাখি।
আকাশ পানে আঁধার রাতে
অক্ষি জোড়া মেলে রাখি।
অজস্র ঝলমলে তারার মাঝে
তোমার ছোট্ট নামটি খুঁজি।
দেখা হলে তোমার সাথে
তোমার নয়নে নয়ন রেখে
তাকিয়ে থাকি অপলকে,
বলতে নাহি পারি কিছু
তবুও ছুটি তোমার পিছু।
আশা শুধু একটাই–
যদি কখনো সাহস জুগিয়ে বলতে পারি
"তোমায় আমি ভালোবাসি।"
অথবা;
আমায় তোমার পিছু পিছু হাঁটতে দেখে
যদি কখনো কাছে এসে জিজ্ঞেস কর–
"পিছু কেন করছি তোমার?"
শুধু তোমার সাথে কথা বলব ভেবে
অপেক্ষা করছি বহুকাল ধরে।।

কবি পরিচিতিঃ মোঃ রেজাউল ইসলাম ঠাকুরগাঁও জেলার ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪ইং জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ হাফিজুল ইসলাম এবং মাতা মোছাঃ রেহেনা বেগম। তার পৈত্রিক নিবাস ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী থানার আমতলা গ্রামে। তিনি বালিয়াডাঙ্গী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি বালিয়াডাঙ্গী টেকনিক্যাল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। বর্তমানে তিনি লাহিড়ী ডিগ্রী কলেজের। অনার্স ১ম বর্ষের **(BA)** এর শিক্ষার্থী। একাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা সময় কালে তার কবিতা জীবন শুরু করেন। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য- যৌথ কাব্যগ্রন্থ "শেষ চিরকুট" বইয়ে দুইটি কবিতা লেখেছেন।

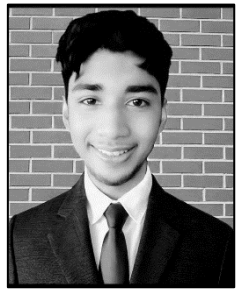

বাবা

মোঃ রেজাউল ইসলাম

বাবা আজও ভুলিনি তোমায়,
তোমার কথা মনে পরলে আমার
ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়,
আজও খুব ভালোবাসি তোমায়।

বাবার কাছেই হাঁটতে শিখি
বিশ্বটাকে চিনতে শিখি।
বাবার মাঝে আনন্দ খুঁজে পাই
তাই আজও ভুলিনি বাবা তোমায়।

বাবার কষ্ট জানতে পারলে
বাবার পাশে থাকতে চাই।
এই দুনিয়াতে বাবার মতো
আপন মানুষ আর যে কেউ নাই।

বাবা আমার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা
তাহার মতো আপন মানুষ আর নাই।
বাবা ছাড়া এই দুনিয়াতে আমাদের
বাঁচা কষ্টকর হয়ে যায়।

বাবা হাজারো কষ্টের মাঝে
ভুলিনি তোমায় বাবা।
তোমার একটা মুখের হাসি
এই বিশ্ব দেখিতে চায়।

মা

মোঃ রেজাউল ইসলাম

মা পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবো,
ততদিন তোমায় ভালোবেসে যাবো।
মা তোমার কথা সব সময় মনে পড়ে,
মা আমার মা।।
তোমায় যে আর কোনো দিন ভুলা যাবে না,
মা তুমি হাজারো কষ্টের মাঝে;
আমাদেরকে তুমি শিক্ষার পথ দেখাও
মা আমার মা।।

তোমায় যে আর কোনো দিন ভুলা যাবে না,
মায়ের মুখের একটি হাসি
দেখতে অনেক ভালোবাসি।
মায়ের মুখের একটি হাসির দাম
পৃথিবীর বুকে... ৮টি জান্নাতের সমান।
তবু আমরা মায়ের কথা অমান্য করি
কিন্তু বাস্তবতার কাছে মা-শব্দটি অনেক বড়।
আমরা নিজের অবহেলার কারণে;
অনেক সময় মাকে ভুলে যাই।
অথচ; সেই মা আমাদেরকে ভুলে নাই।
মায়ের মতো মা আর কোন দিন পাবো না।
কিন্তু হাজারো ব্যস্ততার মাঝে,
ফেসবুক, মেসেঞ্জার চালাই ভাই,
অথচ, সারাদিনে মাকে ফোন করার সময় পর্যন্ত নাই।
মায়ের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করি ভাই
মায়ের মতো আপন মানুষ এই পৃথিবীতে নাই।

কবি পরিচিতিঃ খাদিজা আক্তার কলি খুলনা জেলার মোংলা বন্দরে ২৮ নভেম্বর ২০০০ইং জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম- আব্দুল কাদের হাওলাদার এবং মাতা- নাহিদা আক্তার। তার পৈত্রিক নিবাস বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার নলুয়া গ্রাম। তিনি ঢাকা ক্যান্টমেন্ট থানার বালুঘাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকায় হারুন মোল্লা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যনিক পাস করেন। বর্তমানে তিনি টঙ্গী সরকারি কলেজের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের **BBS** এর শিক্ষার্থী। তিনি ৬ষ্ট শ্রেণিতে পড়া কালিন প্রথম ছন্দ লেখা শুরু করে এবং এই ছন্দের মধ্য দিয়ে তিনি ৮ম শ্রেণিতে তার কবিতা জীবন শুরু করেন। কবিতা দিয়ে তিনি তার স্কুল কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মন জয় করেন। তার কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায়, ম্যাগাজিন, বইয়ে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য- "টাপুর-টুপুর" পত্রিকা।

তিস্তা হলো কাল

খাদিজা আক্তার (কলি)

বন্যায় কত ভাসছে দেখো,
বাচ্চা, শিশু, বুড়ো।
কুড়িগ্রাম ভাসিয়ে নিলো,
তিস্তা নদী পুরো।

তিস্তার জল ঢুকছে গাঁয়ে,
নিয়ে ভয়ের রূপ।
কত মানুষ ভাসিয়ে নিলো,
কত জন গেলো ডুব।

ধানগুলো সব ভাসিয়ে নিলো,
কাঁদছে বুড়ির মন।
এগুলো মোর সন্তান ছিলো,
বলে, ছাড়লো এ ভুবন।

কত শত প্রাণী প্রাণ হারালো,
ভেসে গেল কত শিশু।
সম্বল মোর সব হারালো,
ছাড়ছে না জল পিছু।

হু হু স্বরে কেমন করে,
ঢুকছে গাঁয়ে জল।
এমন করে চললে মোরা,
বাঁচবো কেমনে বল।

কাঁদছে দেশ

খাদিজা আক্তার (কলি)

মা কাঁদছে বলছে খোকা,
করিস কেন বিলাপ।
বোনটা যে তোর শহীদ হয়েছে,
আর কেঁদে বল কি লাভ।

ঘাতকের লাগি যুদ্ধে নেমেছি,
ফিরবো না আর বেঁচে।
ইসলামের লাগি জীবন দিবো,
সুখের হাসি হেসে।

কত শিশুকে হত্যা করলো,
ঘাতকের ঐ দল।
ইসলামকে বাঁচিয়ে নেবো,
থাকবো না ওর কবল।

বাঁচার লাগি চিৎকার করে,
কাঁদলো কত শিশু।
দয়া মায়া হলোনা তবু,
মারলো ঐ পশু।

শত শত লোক জীবন দিয়েছে,
তুমি আমিও দেবো।
আল-আকসা মসজিদকে,
বাঁচিয়ে তবু নেবো।

আল-আকসা প্রথম কেবলা,
সকল মুসলমান।
তাকে আমরা বাঁচিয়ে নেবো,
দিয়ে রক্ত, মাংস, প্রাণ।

মুসলিম হয়েও রইলো বসে,
দেশ বাঁচানোই শ্রেষ্ঠ।
আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন,
আল্লাহই যথেষ্ট।

তোমার সুখের মুখ
খাদিজা আক্তার (কলি)

গুটি গুটি পায়ে তোমায় যারা
শিখিয়েছে চলতে।
তোমাদের ছাড়লেও, ওকেই চাই
পারবে এ কথা বলতে?

তাদের কষ্টে তোমার সুখ,
কেমন করে হবে!
ঐ মানুষটি তোমায় চায়
কেমন করে কবে?

তুমি জানো না ঐ মানুষটি
কতটা হবে পর।
দেবে কি কথা মায়ের পরে
থাকবে জীবন ভর?

হাসি কান্নায় তাঁরা যেমন
তোমায় দেবে সুখ।
ক্ষণ কষ্টেও কাঁদাবে তোমায়
রাখবে তোমার মুখ।

সবচেয়ে বেশি তাদের খুশি
রেখো সবার আগে।
তোমার খুশিতে যাদের মুখে,
মহা খুশি জাগে।

কবি পরিচিতিঃ নাম মোঃ নুহাশ আহমেদ, ২০০৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার পাটুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তার পিতার নাম- মোঃ আবদুল কাদের এবং মাতার নাম- রেক্সোনা। বর্তমানে টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করে ব্যাচেলর ডিগ্রি এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে ২০১৭ সালে শিমুলিয়া এস এম পি কে হাইস্কুলে থাকাকালীন কবিতা লেখা শুরু করে।

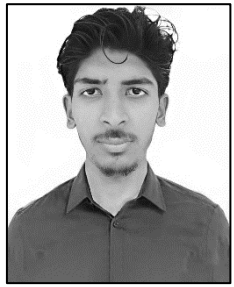

আমার গল্পে তুমি
মোঃ নুহাশ আহমেদ

তোমার কাব্যের পটভূমিতে না থাকতে পারি আমি,
আমার গল্পের সবটা জুড়ে শুধুই ছিলে তুমি।
আমার স্বভাব নিজের কষ্ট চেপে রাখি বুকে,
মানুষ দেখে মুখের হাসি ভাবছে আছি সুখে।

তোমার কষ্টে কেঁদেছি আমি নেত্র করেছি লাল,
স্মৃতির পাতায় অতীত যেন হয়েছে আমার কাল।
যত চাই ভুলে যেতে পুরনো দিনের কথা,
তোমার স্মৃতি মনে পড়ে হৃদয়ে জাগিয়ে ব্যথা।

মোনাজাতে আমি চেয়েছি তোমায় ঝরিয়ে নেত্রবারি,
তাকদীরে যদি লেখা থাকে তুমি হবে নিশ্চয় আমারি।
মিছে দুনিয়ার মোহ মায়া ছেড়ে আঁকড়ে ধরো ভুমি,
চাও বা না চাও থাকবে জুড়ে আমার গল্পে তুমি।

বৃষ্টি মুখর বিকাল
মোঃ নুহাশ আহমেদ

শ্রাবণের মেঘ থেকে বৃষ্টি এলো নেমে,
এই বারি ধুয়ে দেবে দুঃখ যত মনে।
সময়টা থাকবে না কারো জন্য থেমে,
বর্ষার মাঝে গল্প আসর ওঠে জমে।

সর্বদা এই কথাটা রেখো গো স্মরণে,
কত স্মৃতি যেন মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
সুখের ঐ দিন গুলো আছে যা জীবনে।

কত কথা জড়িয়ে আছে আমাদের এ গ্রামে,
হৃদয় হতে কিছু পারি না যে বলতে,
বুক কেঁপে ভয়ে মরি পা যায় মচকে।

ভারি বুক নিয়ে আর পারি না চলতে,
হিসাবেতে গরমিল কাঁচা আমি অঙ্কে।
বর্ষার মাঝে সব ধুয়ে যায় পানিতে,
সব কিছু দেখি আমি বসে ঐ রোয়াকে।

দুঃখ তুমি কার?
মোঃ নুহাশ আহমেদ

তুমি ভাবতে পারো তোমার দুঃখ আমার থেকেও বেশি,
আমি হাজার কষ্ট লুকিয়ে রেখে হাসতে ভালোবাসি।
আপন জনের কটু কথায় বুকটা যখন জ্বলে,
চোখের পানি নিরবতায় চিৎকার দিয়ে বলে—
আমি নিরুপায়, আমি নিঃস্ব, কি আমার অপরাধ?
পরের সুখের কামনায় যার মিটেছে নিজের স্বাধ।

খোদার গোলাম ধরণী মাঝে কেমনে ভাবো স্বাধীন?
যার গোলাম তার গোলামি ছেড়ে হয়েছো পরের অধীন।
অর্থের নেশায় ছুটেছে মানুষ ভুলেছে আখিরাত,
কবর হাশর পার হবে ভাই কেমনে পুলসিরাত?
স্বার্থ ছাড়া ধরার মাঝে আপন কেহ নাই,
হোক না সেটা বন্ধু কিংবা ঔরসজাত ভাই।

তাই'তো এখন সব ছেড়েছি থাকছি একা একা,
সঙ্গী সাথী সব কমেছে পেয়েছি আলোর দেখা।
তুমি মেয়ে কাঁদতে পারো ভুলতে পারো ব্যথা,
ছেলে হয়ে কাঁদলে তখন খুব লজ্জার কথা!
আঁধার এখন খুব প্রিয় লুকিয়ে রাখি নয়ন,
বৃষ্টির মাঝে কান্না করে ভিজিয়ে ফেলি কানন।
কুমিরের কান্না, মিছরির ছুরি পড়েছিলাম কাব্যে,
কখনো ভাবিনি মিলবে দেখা আমার এ ভাগ্যে।

কবি পরিচিতিঃ মোঃ আক্তারুজ্জামান আক্তার ৬ই জুলাই ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে যশোর জেলার কেশবপুর থানার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ আব্দুল গফুর ও মাতা সুফিয়া বেগমের চার সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। তিনি সরকারি ব্রজলাল (বিএল) বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, খুলনা থেকে ২০২০ সালে বিএ ও ২০২১ সালে এমএ সম্পন্ন করেন। ছোটবেলা থেকে কবিতা ও গল্প লেখার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ।

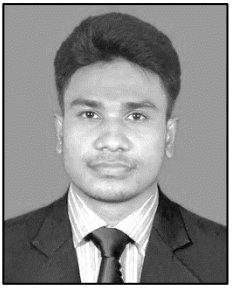

আষাঢ়

মোঃ আক্তারুজ্জামান আক্তার

আষাঢ়ের বাদল দিনে মেঘের ঘনঘটা
থেকে থেকে পড়ে শুধু বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা
মাঠ-ঘাট জলে ভরা নদী যে আজ থৈ থৈ
জেলে ভাই ধরে মাছ, ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে কই।

পুকুরটা যে ভরে গেছে নদীর পানে ধরছে বাণ
মাছ পেয়েছে নতুন পানি কুনো ব্যাঙ ধরেছে গান,
সারাটা দিন মেঘলা আকাশ বৃষ্টিটা যে টাপুর টুপুর
সূর্যের আলো যায় না দেখা কখন জানি হয়েছে দুপুর।

রাতটা একটু গভীর হলে সব কিছু যায় থমথমে
ঘরের চালে বৃষ্টি পড়ে প্রবল বেগে ঝমঝমিয়ে,
পথের মাঝে জল জমেছে মাঠের ফসল শূন্য আজি
নোঙ্গর ফেলে নৌকা বেঁধে চলে গেছে ঘাটের মাঝি।

বৃষ্টি

মোঃ আক্তারুজ্জামান আক্তার

আকাশেতে গুড়ুম গুড়ুম মেঘের হলো সৃষ্টি
হঠাৎ করে নেমে এলো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি,
বৃষ্টি তো নয় সারের দানা
কৃষকের খুশির নেই তো মানা।

আলু, পটল লাগাবে ধান
চাষ করবে আরো পান,
সেই আনন্দে ধরেছে গান
বাঁচবে এখন কৃষকের মান।

পুষ্ট এবার হবে ধান
মোটা হবে গাছের পান,
ফলন এবার হবে বেশি
কৃষকেরা বেজায় খুশি।

কাটবে ধান বেচবে হাটে
সবাই মিলে চলে মাঠে,
পাবে এবার ন্যায্য মূল্য
কৃষকের সাথে নাই কারোর তুল্য।

কবি পরিচিতিঃ কবি রেজাউল করিম রাসেল বাগেরহাট জেলায় মোড়েলগঞ্জ থানার খারইখালী গ্রামে একটি মুসলিম পরিবারে ২০০২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ কবির জোমাদ্দার। তিনি ২০১৩ সালে নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি তার পাশের এলাকায় একটি হিফয মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ২০১৭ সালে পবিত্র কোরআন হিফয সম্পূর্ণ করেন। এরপর তিনি ২০২০ সালে দাখিল পরিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর তিনি কোরআন, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন এর জন্য ভর্তি হন "জামি'আ রশীদিয়া গোয়ালখালী খুলনা" (ইসলামি আদর্শ ক্যাডেট স্ক্রিম মাদ্রাসায়)। বর্তমানে তিনি সেখানে জামাত বিভাগে অধ্যায়নরত আছেন। তিনি ছোট বেলা থেকেই ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী।

নৈতিকতার শিক্ষা

রেজাউল করিম রাসেল

সন্তানেরা পাচ্ছে না'কো
নৈতিকতার জ্ঞান,
ঊর্ধ্বমুখী শিক্ষিতের হার
নিম্নমুখী মান।

শিক্ষিতের হার বাড়ছে ঠিকই
কমছে নৈতিক জ্ঞান,
এমনি ভাবে চলতে থাকলে
ডুববে দেশের মান।

শ্রেণী কক্ষে নৈতিক জ্ঞান
বেশি বেশি চাই,
নীতিবোধেই দেশ এগোবে
সংশয় তাতে নাই।

নৈতিকতা শিখতে হলে
মাদ্রাসাতে আয়,
দিবা-রাত্রি নীতিকথা
চর্চা যেথায় হয়।

ইচ্ছে আমার
রেজাউল করিম রাসেল

ইচ্ছে আমার হবো আমি
বাংলার তরে রবি,
যেমন ছিলেন কাজী নজরুল
তেমনি এক কবি।

ইচ্ছে আমার লিখবো আমি
তাঁরই লেখার মতো,
ছন্দ তালে মুগ্ধ হবে
বাংলার শিশু যতো।

ইচ্ছে আমার হবো একদিন
তাঁরই মতো সেরা,
থাকবে আমার চারপাশে
শত মানুষ ঘেরা।

ইচ্ছে আমার পদক হাতে
ফিরে আপন ঘরে,
কাঁদবো আমি প্রিয় কবির
কথা স্বরণ করে।

কবি পরিচিতিঃ মোঃ পারভেজ কবির চৌধুরী ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৯০ইং চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার বোয়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ ফৌজুল কবির চৌধুরী ও মাতা জাহেদা বেগম। ছোটবেলা থেকেই গল্প, কবিতা ও গান লেখার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। ২০১৭ সালে নব সাহিত্য প্রকাশনী থেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় "নীল ক্যাফের কাব্য", ২০১৮ সালে ভোরের শিশির প্রকাশনী থেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় "প্রত্যাবর্তন নীল ক্যাফের কাব্য", ২০১৯ সালে নব সাহিত্য প্রকাশনী থেকে "নীল ক্যাফের কাব্য দানে দানে তিন দান" এবং ২০২০ সালে "নীল ক্যাফের কাব্য চৌরাস্তায়" নামক বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়, যাতে তার অসাধারণ কিছু লেখনী প্রকাশিত হয়। তাছাড়া মায়াজাল, দূরে, শুধু একবার নামে বেশ কিছু গানও প্রকাশিত হয়, যা এম.কে মিডিয়া টিম নামক ইউটিউব চ্যানেলে ও অন্যান্য ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে পাওয়া যায়।

নীলিমা

পারভেজ কবির

নীল রং আমার খুব পছন্দ কিন্তু একটা নীল শার্ট দেবার মতো কেউ নেই।
আকাশী নীল, সমুদ্রের নীল, রাজকীয় নীলের শার্ট কেউ দেবার নেই।
নীল আকাশের নিচে,
সীমানাহীন কোন বীচে,
হঠাৎ করে কোন ডানাকাটা নীল পরী নেমে আসেনা।
নীল রঙের অপরাজিতা ফুল হাতে নিয়ে–
ভালোবাসি বলার মতো নেই কেউ।
তাই নীল রঙের কষ্ট গুলো জমাট বাঁধতে বাঁধতে
কালচে রঙের নীল হয়ে গেছে,
এখন আমি পুরাটাই নীলিমা।

বিধবা

পারভেজ কবির

আমার কোন রং নেই,
শুধু একটাই রং, সাদা;
স্বামী হারানোর পর জীবনটাই–
হয়ে গেছে গোলক ধাঁধা।
আমি যে পথেই চলতে চাই,
সে সব পথেই কুসংস্কারে বাঁধা,
আমার কোন রং নেই,
শুধু একটাই রং, সাদা।

সাদা শাড়ীতে ছলছল করে বেয়ে পড়ে–
দু-চোখের নোনা জল গুলো,
আমি পড়ে আছি সেভাবে;
যেভাবে পড়ে থাকে ঘরের জমানো ধুলো।
আমি ঘরের সব কাজ করব নিরবে–
যেভাবে করে একটা গাধা।
আমার কোন রং নেই,
শুধু একটাই রং, সাদা।

আমার হবে না আর কখনো বিয়ে,
তাই কি হবে আর ভিন্ন রং দিয়ে।
আমি বাঁচব শুধু স্মৃতি নিয়ে,
কাটাব শুধু কষ্টের বোঝা বয়ে।
আমি এখন কষ্টের মাটিতে ঘোলাটে–
পানির গ্লানিতে জমানো কোন কাদা,
তাই তো আমার কোন রং নেই,
শুধু একটাই রং, সাদা।

উইপোকা

পারভেজ কবির

গুটিবাজদের ছড়াছড়ি,
সে হতে পারে পুরুষ কিংবা নারী;
থাকে নাকো চিহ্ন তাহার,
লম্বা চুলে কিংবা দাড়ি।
মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে,
ছলে কিংবা কৌশলে;
তোমার নামে হাজার কথা,
করবে ডেলিভারি।
চারপাশেতে এমন কত,
গুটিবাজদের ছড়াছড়ি।

দেখাবে সে তোমার অনেক ভক্ত,
দিতে পারে প্রয়োজনে রক্ত;
কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখবে,
পাবে না আর তাকে।
অপ্রয়োজনে ঘুরবে সে,
তোমার আঁকেবাঁকে।

এরা হলো উইপোকা,
ছিদ্র করে অভ্যন্তরে;
এমন সব উইপোকা,
থাকতে পারে তোমার ঘরে কিংবা বাহিরে।
সাবধান হও তাই সবাই,
গুটিবাজদের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই।
যে তোমার দোষ ধরে,
প্রয়োজনে তাহার সাথে চলো;
তোমার যত কাছেরই হোক,
বুঝে শুনে কথা বলো।

আলোর দিশারী
পারভেজ কবির

পৃথিবীটা পাপাচারীদের পাপে কানায় কানায় পূর্ণ,
জানি না কখন সে পাপের চাপে পৃথিবীটা হয় চূর্ণ।
সততা নিচ্ছে বিদায় আর পৃথিবী হচ্ছে সৎ মানুষ শূন্য,
সত্যের আলো নিভে গিয়ে আঁধার হচ্ছে বিস্তীর্ণ।

তবুও নিরাশার ভিড়ে একটু আশায় জ্বালিয়াছি আমি প্রদীপ,
যদি দেখা মিলে মিথ্যের থৈ থৈ জলে একটি সত্যের দ্বীপ।
আমি ছড়িয়ে আলো সেথায় করব সত্যের চাষ,
যত দিন যাক আর যত যাক মাস।

গড়ব এক নতুন পৃথিবী,
যে পৃথিবীতে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ,
থাকবে না কোনো বিবাদ।
হবে না কোনো অন্যায়-অবিচার,
করবে না কেউ ব্যভিচার।

যেখানে জ্বালাবে সবাই সত্যের আলো,
দূর করে সকল আঁধার কালো।
আমি সেই পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি,
দুই চোখে জ্বালিয়ে সত্যের আলো।

ভালোবাসার দ্বিতীয় অধ্যায়
পারভেজ কবির

ভালোবেসে বিয়ের আগে বলা, "তোমাকে রানীর মতো রাখব"
কথা গুলো বিয়ের পর বাস্তবতার কঠোর আঘাতে হারিয়ে যায়,
শত ব্যস্ততার মাঝে বুঝানো যায় না তখন, তোমাকে কতটা চাই;
কারণ বিয়ের পর ভালোবাসা রূপ নেয় দায়িত্বে,
আর দায়িত্বের যাঁতাকলে পিষ্ট হয় ভালোবাসা নামক অনুভূতি গুলো।

সংসার চালানোর জন্য জামাই পড়ে থাকে অফিস নিয়ে আর
বউ পড়ে থাকে রান্নাবান্না, কাপড়-চোপড় ধোঁয়া,
ঘর গুছানোর মতো নানাবিধ কাজে;
যদিও একজনের কাছে অন্যজনের এইসব কিছু লাগে,
খুবই অর্থহীন এবং বাজে।
জামাই ভাবে– "পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি প্রয়োজন
মেটাতে তো সেই রাতদিন পরিশ্রম করছে" আর বউ ভাবে–
"আমি তো এতো কিছু চাইনি, একটু সময়;
যত্ন এবং ভালোবাসাই তো চেয়েছি।"
শত অভিমান, মতের অমিল ও কষ্ট বুকে লুকিয়ে,
ছোট্ট বাবুর দিকে তাকিয়ে–
অনিচ্ছার শর্তেও সংসার নামক এমন সাগরে কত বিবাহিত মন দিচ্ছে
গা ভাসিয়ে।

জামাই এর সকালে অফিসে যাওয়ার সময় বাবুকে স্কুলে নামিয়ে
দেওয়া আর সেই সন্ধ্যায় অফিস শেষে ঘরে ফেরা, এইতো রুটিন;
এতো ব্যস্ততার ভিড়ে ভালোবাসি কথাটা বলা হয়ে ওঠে বড়ই কঠিন।

জামাই সাহেব সন্ধ্যা বেলা বাসায় আসার সময় কোনদিন হাতে এক
ব্যাগ বাজার নিয়ে ফিরে,
আর তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলে সন্ধ্যায় একসাথে চা-নাস্তা করতে
করতে সংসারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাতে ঘিরে।

বন্ধুদের সাথে আড্ডাটা আর আগের মতো দেওয়া হয় না এখন,
তাই কাজ না থাকলে জামাই সাহেবের টিভিতে খেলা নিয়ে পড়ে থাকে মন।
অন্যদিকে বউ থাকে রাতের রান্না রেডি করার কাজে ব্যস্ত,
তার উপর বাবুকে পড়ানো, যখন তখন শশুর - শাশুড়ীর অধীনস্থ বউ হিসাবে দাঁড়ানো ইত্যাদি দায়িত্ব তার কাঁধের উপর ন্যস্ত।

ডিনার করে যখন দু-জন এক বিছানাতে শুয়,
তখন ক্লান্ত শরীর নুয়ে পড়ে স্বপ্নের চাদরে,
তাই এমন খুব কম রাতই আসে জীবনে যখন একজন আরেকজনের দিকে তাকায় ভালোবাসার আদরে।
সাপ্তাহিক ছুটির দিন গুলোতে কখনো কখনো ঘুরতে বাহিরে যাওয়া হয় দু-জনে;
পাহাড়, নদীর পাড়, লেকের ধার কিংবা কুঞ্জনে।
খাওয়া-দাওয়া শেষে রাতে বাসায় ফেরা,
সেই চির চেনা চার দেওয়ালে ঘেরা।

বউয়ের ভালোবাসাটা এখন বাবুর বাবার চেয়ে বাবুর প্রতি বেশি,
এভাবে করতে করতে সময় গড়িয়ে যায় ত্রিশ থেকে আশি।
আর এমন করে সময়ের সাথে সাথে দূরত্বও বাড়ে,
দূর্বলতা আসে শরীর ও হাড়ে,
মনের মাঝে যতই জমানো থাকুক ভালোবাসা,
তবুও ইতস্ততা কিংবা লজ্জায় বলা হয় না ভালোবাসি।

কবি পরিচিতিঃ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী খ্যাত কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার গোলাপ নগর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৬-০৫-১৯৬৮ জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম শামসুদ্দিন শেখ, মাতার নাম মিলাপ জান, পিতামহ অনাথ আলী শেখ। তিনি ১৯৮৪ সালে দামুক দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পাস করেন। কবি ভেড়ামারা ডিগ্রি কলেজ থেকে লেখাপড়া শেষ করেন। তারপর তিনি আর আর্থিক কারনে লেখাপড়া করতে পারেননি। তিনি বাংলাদেশ বেতার এর একজন তালিকা ভুক্ত গীতিকার। তাঁর লেখা গান বিভিন্ন জন প্রিয় শিল্পীর কণ্ঠে দেশের বিভিন্ন বেতারে প্রচার হয়েছে এবং হচ্ছে।

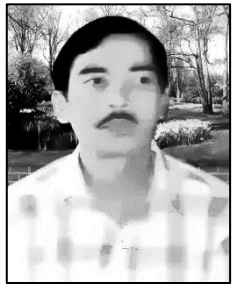

রাত হয়েছে ভোর

মাহবুব আলম বুলবুল

ঘুম আয় রে ঘুম আয়
আমার চোখে আয়,
বন্ধুর লাগি জেগে থেকে
কোনো লাভ নাই।

বেঈমান সেই বন্ধু আমার
ভালোবাসা নিয়া,
আসি বলে চলে গেছে
আমায় ফাঁকি দিয়া।

ঘুম রে তুই আয় চোখে
প্রেমে তালা মেরে,
কতদিন আর থাকবি দূরে
তোর চোখ ছেড়ে।

যাবার যেজন চলে গেছে
তোকে করে পর,
তাই বলে কি শূন্য থাকবে
তোর আপন ঘর।

অনেক দিন তাকিয়ে থেকে
রাত হয়েছে ভোর,
চোখকে কেন কষ্ট দিস
কেমন বিবেক তোর।

কবিতার মাঝে রবে

মাহবুব আলম বুলবুল

কাগজ কলম দিয়ে যেদিন
বললে তুমি আমাকে,
প্রেমের একটি কবিতা লিখে
দিতে হবে তোমাকে।

তোমার কলমে প্রথম আমি
শুরু করি লেখা,
তারপর তোমার সাথে আর
হয়নি আমার দেখা।

সেদিন থেকে অনেক কবিতা
লিখেছি তোমার জন্য,
সৌভাগ্য হয়নি তোমাকে দেখানোর
হয়েছি নিজে ধন্য।

তোমার দেওয়া কলমের কালি
শেষ হয়েছে কবে,
মনে নাই যদিও আমার
কবিতার মাঝে রবে।

ডায়েরীতে আছে কবিতা লেখা
দিন তারিখ দিয়ে,
তুমি এলে দেখাবো আমি
তোমায় সামনে নিয়ে।
নেই কোন মানা।

শুকনো পাতার মত

মাহবুব আলম বুলবুল

কেমন আছো বন্ধু তুমি
আমার জানা নাই,
আমি কিন্তু ভালো আছি
বলতে তোমায় চাই।

আগের চেয়ে অনেক বেশি
আছি আমি সুখে,
তোমার মন ভুলানোর জন্য
বলছি নাকো মুখে।

একবার এসে দেখতে পারো
আমার কত সুখ,
চিন্তা মুক্ত আছি তোমার
না দেখে মুখ।

তুমি তো পুরো ভেবে ছিলে
শুকনো পাতার মত,
ঝরে গেছি মৃদু বায়ে; আমার
অন্তর করে ক্ষত।

আমার মন থেকে আজও
যাওনি তুমি ঝরে,
অভিমান করে গেছো তুমি
আমায় পর করে।

শহর বন্দর ঘাটে
মাহবুব আলম বুলবুল

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে
পড়েছে আমার লেখা,
তাই তো বলি তোমার সাথে
হয়না কেন দেখা।

তোমায় আমি খুঁজে বেড়াই
শহর বন্দর ঘাটে,
বাড়ি আসি হতাশ হয়ে
সূর্য বসলে পাটে।

কবে কখন কেমন করে
ঢুকে হিয়ার মাঝে,
আমার লেখা কবিতা পড়
সকাল দুপুর সাঁঝে।

ভেবে ছিলাম আমার লেখা
তোমায় পড়াবো না,
তোমার মুখ দিয়ে আমার
লেখা ছড়াবো না।

লিখতে যখন পারি আমি
প্রকাশ একদিন করবো,
প্রকাশিত কবিতার বই
তোমার সামনে ধরবো।

প্রেম সাগরে ফেলে
মাহবুব আলম বুলবুল

প্রেমের আগুন দাউ দাউ
জ্বলে আমার বুকে,
কত কষ্টে আছি আমি
যায়না বলা মুখে।

বলবো যাকে কষ্টের কথা
সে থাকে দূরে,
প্রেম আগুনে অন্তর আমার
দিবা নিশি পুড়ে।

নিজের ভালো বুঝে গেল
প্রেমের আগুন জ্বেলে,
চলে গেছে ফাঁকি দিয়ে
প্রেম সাগরে ফেলে।

কেমন করে বাঁচবো আমি
প্রেমের আগুন থেকে,
কেউ যদি জেনে থাকো
বলো আমায় ডেকে।

আগে যদি জানতাম আমি
প্রেমের এত জ্বালা,
তবে কি আর প্রেমে পুড়ে
অন্তর হতো কালা।

কবি পরিচিতিঃ নামঃ এইচ.এম শাহেদুল ইসলাম তানভীর। তিনি ২৭ই মার্চ ২০০৫ইং ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আলকরা ইউনিয়নে অবস্থিত কেন্দুয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন আহমেদ ও মাতা রাহেলা বেগম। তিনি পীর সাহেব বাড়ি মাদ্রাসা থেকে ২০১৪ সালে হিফয সম্পন্ন করে ২০১৫ থেকে ২০২১ পর্যন্ত জামিয়া ফারুকিয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করেন। বর্তমানে তিনি রাজধানীর জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকায় তাকমীল ফিল হাদীসে (মাষ্টার্স) অধ্যায়নরত আছেন এবং জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল টাইমস রিপোর্ট **24.** সহ বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী।

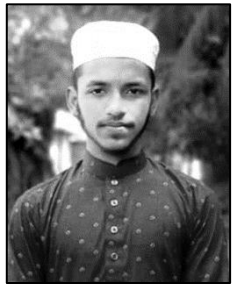

অবহেলিত ভালোবাসা
এইচ.এম শাহেদুল ইসলাম তানভীর

প্রিয়! তোমাকে প্রচন্ড ভালোবাসি,
দেবে কি একটু সময়?
দিবানিশি তোমার ভাবনায় হয় যে সময় ক্ষয়।

একটু সময় দাওনা, কি তাতে এমন হয়?
বুঝিয়ে দিবো সখী তোমায়, ভালোবাসা কারে কয়।

ওহ আচ্ছা তাই! পাচ্ছি যে আমি ভয়,
কখন জানি এটি আবার অবহেলায় পরিণত হয়।

কিসের এত ভয় তোমার? যদি সাথী রয়,
দু'জন মিলে একসঙ্গে করবো বিশ্ব জয়।

ভালোবাসাকে লালন করা উচিৎ অবহেলা নয়,
মনে রেখো! অবহেলিত ভালোবাসা কখনো কারো কাম্য নয়।

প্রবল ইচ্ছে...
এইচ.এম শাহেদুল ইসলাম তানভীর

প্রবল ইচ্ছে! ভরা জোছনায় তাঁকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভেজার,
প্রবল ইচ্ছে! টাপুর-টুপুর শব্দ ধ্বনিতে তাঁকে নিয়ে গান করার।

প্রবল ইচ্ছে! শক্ত করে জড়িয়ে ধরে অতীতের সব রাগ-অভিমান মুছে দেবার,
প্রবল ইচ্ছে! বৃষ্টি বিলাসের বিলাসিতায় তাঁকে নিয়ে হারিয়ে যাওয়ার।

প্রবল ইচ্ছে! বৃষ্টিস্নাত সকালে আলতো করে তাঁকে ঘুম থেকে ডাকার,
প্রবল ইচ্ছে! বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে কফির কাপে চুমুক দেওয়ার।

প্রবল ইচ্ছে! বৃষ্টিময় রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'জনের গল্প করার,
প্রবল ইচ্ছে! বর্ষার জলে ভেসে যাওয়া ভেলায় একসাথে সময় কাটাবার।

প্রবল ইচ্ছে! বৃষ্টি দেখতে দেখতে ভরা যৌবন পেরিয়ে তাঁর সাথে বুড়ো হওয়ার,
প্রবল ইচ্ছে! মৃত্যু পর্যন্ত একসাথে বৃষ্টি দেখার। প্রবল ইচ্ছে।

সুদিন আসতে ক'দিন বাকি?
এইচ,এম শাহেদুল ইসলাম তানভীর

সুদিন আসতে ক'দিন বাকি, বলবে আমায় কেউ?
মানুষ নামি কুকুরগুলো করছে যে ঘেউ ঘেউ।

লুট-তরাজ আর খুন-খারাবি অন্যায়, অবিচার!
তোমার আমার মা-বোনেরা ধর্ষিতা বারবার।

উন্নতি আর দুর্নীতিতে এগিয়ে যাচ্ছি বেশ!
নিম্নবিত্ত, মধ্য বিত্তদের ধনীরা করছে শেষ।

হক্ক কথা তো বলা-ই যায়না, বললে জেল জুলুম!
কখন, কোথায় গুম হয়ে যায় তা বে-মালুম।

ইস্যুর পর ইস্যু আসে শেষ টা অজানা!
মিটিং, মিছিল, ক্ষোভ-সমাবেশ করা যাবে না।

ঐক্যের সুর, সাম্যের বাণী বাজে হঠাৎ হঠাৎ!
ইনশাআল্লাহ! পালিয়ে যাবে মাঝের এ তফাৎ।

ধর্ম - কর্মের নেই ভেদাভেদ, আছে অসাম্প্রদায়িকতা!
সুদিন ফিরলে শেষ হয়ে যাবে সব নাটকীয়তা।

ভূমির উপর চিল শকুনের নজর পড়ছে দেখি!
আচমকা একদিন শাসক শ্রেণী দিবে মোদের ফাঁকি।

ও ভাই! সুদিন কবে আসবে ফিরে তুমি কি তা জানো?
সময় থাকতে গুনাহ ছেড়ে আল্লাহ-রাসূল মানো।

কবি পরিচিতিঃ নামঃ সুবীর কুমার গুপ্ত নিবাসঃ ব্যারাকপুর, কলকাতা – ৭০০১২২ জন্মঃ ১৩ই মে ১৯৬১ইং। পিতা স্বর্গীয় শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তাই লেখাপড়া নাগপুরে শুরু হলেও জয়পুর, জবলপুর ও কটকে গিয়ে শেষ হয়। কটক থেকে এম.এ. পাশ করেন। প্রায় দশ বছর দুরদর্শনে এবং তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে হস্তশিল্প বিভাগে ভারতের নানা স্থানে কাজ করেন। মাঝে ২০০৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত রাষ্ট্র সঙ্ঘের অধীন ইউনিডো তে কাজ করেন। কবিতা লেখার শখ ছোটবেলা থেকেই ছিল। তবে প্রথমে বাবার এবং পরবর্তী কালে নিজের নানা জায়গায় বাসা বদল করার ফলে ছোটবেলায় লেখা কবিতাগুলো এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। শুধু কিছু হিন্দিতে লেখা কবিতা যেগুলো নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোই সংগ্রহে আছে। ২০২১ সালে অবসর নেওয়ার পরের কবিতা ও গল্পগুলো গুছিয়ে রেখেছেন।

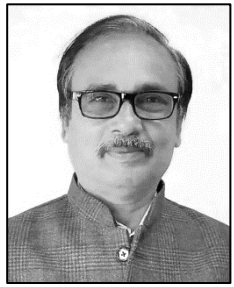

ভোট যুদ্ধের পর
সুবীর কুমার গুপ্ত

ভোট যুদ্ধ কবেই শেষ,
খুন-খারাবির শেষ নাই।
নেতারা বসেছে মসনদে,
মস্তানে নাচে তা ধিন তাই।

ভাই'য়ে, বন্ধুতে করছে লড়াই,
কেউ 'পদ্ম' কেউ 'ঘাস ফুল',
'হাত' এ ধরেছে 'কাস্তে তারা'
মানুষ মেরে করছে ভুল।

এলাকা দখলের চলছে লড়াই,
পুড়ছে বাড়ি, পুড়ছে গাড়ি,
মানুষের আজ নেই'কো দাম,
মৃত্যু মিছিল সারি সারি।

বোমা মেরে, মানুষ মেরে,
তোমরা কি কেউ বাঁচবে।
মানুষ রুখে দাঁড়ালে পরে,
এলাকা ছেড়েই পালাবে।

যাদের জন্য করছো লড়াই,
আসবে না তারা বাঁচাতে।
দু'দিন বাদেই ধরবে পুলিশে,
ভরবে জেলের খাঁচাতে।

ঘনাদা
সুবীর কুমার গুপ্ত

লোকাল ট্রেন থেকে নেমে,
বাড়ির পথে হাঁটা দিলাম।
"দশটা টাকা দেবে কিছু খাব",
কথাটা শুনে থমকে গেলাম।

তাকিয়ে দেখি ঘনাদা
দাঁড়িয়ে দুটি হাত পেতে।
শতছিন্ন জামা, রুক্ষ চুল,
পারেনি আমায় চিনতে।

কুড়িটা টাকা দিলাম তাকে,
বললাম "কি খাবে বল।
তোমাকে বাড়ি ছেড়ে আসি
চল আমার সাথেই চল"।

হাসে ঘনাদা—
"বাড়িতে আমায় ঢুকতে দেয়না,
সবাই করেছে আড়ি।
প্লাটফর্মেই পড়ে থাকি এখন,
সেটাই আমার বাড়ি"।

খ্যাপা ঘনাদা উচ্চ শিক্ষিত,
স্বর্ণ পদক পায় এমএ তে।
দেশের শিক্ষার মান বাড়াতে,
চেয়েছিল সে শিক্ষক হতে।

অনেক চেষ্টায় পায়নি চাকরি,
বয়সটাও গেল পেরিয়ে।
শেষে ঘনাদার মাথাটি খারাপ,
বাড়ি থেকেই গেল বেরিয়ে।

এই রকম কত ঘনাদা,
আজ পাড়ায় পাড়ায় রয়েছে।
অশিক্ষিতের দল চালায় দেশ,
আর শিক্ষিতরা পথে ঘুরছে।

স্মৃতি
সুবীর কুমার গুপ্ত

স্মৃতি তুমি সুন্দর...
শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের
আনন্দের প্রতিটি ক্ষণ।
মানসপটে রেখেছো তুলে,
তাই'তো পরিপূর্ণ এ জীবন।

স্মৃতি তুমি মধুর...
আমার প্রেম ভালোবাসা,
রাগ, অনুরাগের কথা,
হৃদয়ের এক কোণে
আজও রয়েছে গাঁথা।

স্মৃতি তুমি নির্ঝর...
তার খিলখিলিয়ে হাসি।
সেই গুনগুনিয়ে গান।
এখনো বেজে যায় কানে,
ভরে ওঠে মন প্রাণ।

স্মৃতি তুমি নির্মম...
যে দুঃখ, যে যন্ত্রণা
আমায় কুরে কুরে খায়
সেই কষ্ট কেন বারে বারে
মনে পড়ে যায়।

স্মৃতি তুমি বাস্তব...
ছোট বড় কত ভুলের থেকে
সঠিক শিক্ষা দিয়েছো।
জীবনের রূঢ় অমোঘ সত্যটা
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছো।

অথ যুদ্ধ কথা
সুবীর কুমার গুপ্ত

দেশে দেশে চলেছে যুদ্ধ,
লাশ পড়ছে হাজারো।
গরিবেরা মরে অর্থকষ্টে
কালোবাজারির পোয়াবারো।

যুদ্ধের নামে হয় রাজনীতি
নেতায় ছাড়ে বাক্যবান।
আর্থিক মন্দা গেল রসাতলে
আম জনতার যায় প্রাণ।

গদির জন্য হচ্ছে লড়াই,
জীবনের আজ নেই'কো দাম।
বাহুবল আর অস্ত্র বলে
জিতছে ডান জিতছে বাম।

কোথাও বা হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ,
ধর্মের নামে হানাহানি।
কেউ পড়েনি গীতা, কোরআন।
বাইবেলেও শান্তির বাণী।

হিংসায় কখনো হয়না পুণ্য
খুলবে নরকের দ্বার।
জীবের প্রতি প্রেম করে যে জন
হবে সেই পারাপার।

আমার অবসর
সুবীর কুমার গুপ্ত

পাড়ার সবাই করে হইচই
অবসর নিয়েছি আমি।
গিন্নি ঘোরেন গোমড়া মুখে
তাই দেখে আমি ঘামি।
আলতো করে শুধাই তারে
মুখটি কেন ভার ?
ঝামটা দিয়ে বলেন তিনি
জীবনটা করলে জেরবার।

তুমি পেরিয়েছো ষাট,
সেকথা সবাই জানল।
আমারও যে হয়েছে বয়স,
তাও ফিসফিসিয়ে বলল।
কাল পর্যন্ত যারা বলত দিদি
এখন কাকিমা বলে ডাকে।
আমি যাদের কইতাম দিদি
তারা চোখ টেরিয়ে দেখে।

এর চাইতে হত ভালো
অবসরের কথা যদি না বলতে।
আগের মতই বেরিয়ে যেতে,
ব্যাগ আর টিফিন হাতে।
বসতে গিয়ে সেই নদীর ঘাটে,
ঘুরে দেখতে কোনো ফুলবাগান।
আমার বয়স আর জানতো না কেউ,
বেঁচে থাকতো মান-সম্মান।

কবি পরিচিতিঃ কবি মোহাম্মদ নাঈম আহমদ ২০০৪ইং পহেলা মার্চে নেত্রকোনা, কেন্দুয়া উপজেলার, চিড়াং ইউনিয়ন, ছিলিমপুর গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ রেনু মিয়া এবং মাতার নাম মোছাঃ আনুয়ারা বেগম। তিনি বর্তমানে জামিয়া বাবুস সালাম মাদরাসা, বিমানবন্দর, ঢাকা অধ্যয়নরত। তিনি ছোট বেলা থেকে সাহিত্য অনুরাগী!

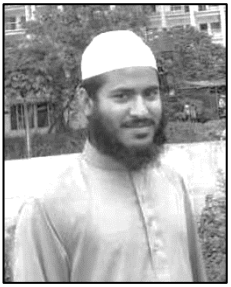

রঙ্গিন স্বপ্ন
নাঈম আহমদ

রাস্তার ওপারে দেখেছিলাম তোমাকে,
এক পলকেই তুমি এসে গেলে আমারি অন্তরে।

আর কখনো হবে কি দেখা ছিল না মনে আশা,
এক পলকেই তুমি দিয়ে গেলে এত ভালোবাসা।

রাস্তায় আজও দাঁড়িয়ে আছি দেখবো তোমায় বলে,
হঠাৎ শুনতে পেলাম তুমি নেই এই শহরে।

স্বপ্ন আমার রঙ্গিন হবে তোমায় নিয়ে জানি,
স্বপ্ন রঙ্গিন করলে তুমি বলে ভালোবাসি।

ছাত্র জীবন

নাঈম আহমদ

সময়কে করে নষ্ট,
হয়োনা তুমি পথ ভ্রষ্ট।
সময়কে কর মূল্যায়ন,
পাবে তুমি অনেক আপ্যায়ন।

স্বপ্ন যদি থাকে বড়,
সময়কে তাহলে আঁকড়ে ধর।
সময়কে যদি কদর করো,
হবে তুমি অনেক বড়।

ছাত্র বলে না তাকে,
যে সময়কে নিয়ে করে খেলা।

কবি পরিচিতিঃ নাম: মাহদী হাসান মুয়াজ পিতা-মাহফুজুল হক। জন্মস্থান- ঢাকা, দক্ষিণ বনশ্রী এলাকাতেই শিশু/শৈশব পেরিয়ে আজ কৈশরে রয়েছেন। পবিত্র কোরআন হিফজ শেষ করে মারকাজুল উলুম আল ইসলামিয়া বনশ্রীতে কিতাব বিভাগে অধ্যায়ন শুরু করেন, অতঃপর তিনি বর্তমানে দেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া মাদানিয়া বারিধারায় জালালাইন জামাতে অধ্যায়নরত রয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই গল্প এবং কবিতার প্রতি তার ছিল অন্য রকম একটা ঝোঁক, তাই'তো সাহিত্যকুলের প্রতিটি সেক্টরে তার রয়েছে সদয় দৃষ্টি। আল্লাহ পাক তাকে লেখক ফোরাম/সাহিত্য সেক্টরে কবুল করুন।

একদিন জানি
মাহদী হাসান মুয়াজ

একদিন জানি পুষ্পবাগে,
আসবেনা আর মালি।
একদিন জানি শেষ হবে মোর,
কাব্য ছন্দের কলি।

থেমে যাবে আশা,
ক্লান্ত হৃদয়ের ভাষা।
শান্ত গ্লানির নীড়ে,
আসবোনা আর ফিরে।

চলে যাবে ফাগুন চৈত্র,
শস্য পুষ্প ছেড়ে।
ডুবে যাবে শান্ত নিশি,
ক্লান্ত আঁধারের ভিড়ে।

প্রিয়তমা
মাহদী হাসান মুয়াজ

তুমি স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর,
প্রিয়তমা প্রেয়সী।

তুমি আবেগের চেয়েও উর্ধ্বে,
মায়াবতী ও অর্পসী।

তুমি জোছনা রাতের ভালোলাগা,
স্নিগ্ধ চাঁদের হাসি।

তুমি পুষ্প কলির হেসে উঠা,
ফুল বাগানের বাসি।

তুমি মনের খোলা জানালায়,
গল্পে ভাসো নিরব কল্পনায়।

তুমি ভেসে বেড়াও দখিনা হাওয়ায়,
ভালোবাসা উড়াও মুক্ত ডানায়।

তুমি উচ্ছ্বাসে ভরা আবেগী নদী,
প্রেমময় রূপসী।

তুমি হেসে ওঠা মুক্ত পাপড়ি,
ফুলের কলি স্বর্গপরী।

একাকিত্বের প্রতিটি মুহূর্তে,
তাই শুধু তোমাকেই স্মরণ করি।

জীবন্ত মৃত্যু
মাহদী হাসান মুয়াজ

দিন চলে যায় রাত পেরিয়ে,
ফুরায় দেহের আয়ু।

হঠাৎ হঠাৎই বদলে যায়,
জীবন জলবায়ু।

মৃত্যুটা যে বড়ই আপন,
রঙ তুলিতে সত্য কথন।

মরবো বলেই দিন প্রতিদিন,
বেঁচে থাকা নিত্য প্রয়োজন।

বঙ্গ বিজয়
মাহদী হাসান মুয়াজ

আজ কত কাল পরে বাংলার ঘরে,
এলো বঙ্গ বিজয়ের মাস।

পাক হানাদার বাহিনীর অঙ্গ সংগঠন,
করেছিল মোদের সর্বনাশ।

কত মা-বোনের সম্ভ্রম লুটিয়ে,
করেছে যে কত গুম।

বয়েছে রক্ত লাখো মানুষের,
বুকের তাজা খুন।

বাংলা ভাষা আগলে রাখতে,
দিল পরিচয় সকলের স্বার্থে।

সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার,
দেশ স্বাধীনতার বড় হকদার।

বাঙালি জাতি উঠল গর্জে,
মুজিব নেতার ভাষণ শৈর্যে।

সমর অস্ত্র ধরিল হাতে,
প্রাণ নিয়ে যাতে কেউ না বাঁচে।

বিতারিত হলো হায়েনার দল,
বঙ্গ বিজয় হলো সফল।

তুমি শুধু তুমিই
মাহদী হাসান মুয়াজ

আমার স্বপ্নের শীতলতায় তুমি,
রিমঝিম সুর ধরা বৃষ্টি।

আমার হৃদয় ক্যানভাস জুড়ে তুমি,
খোদার অপূর্ব সৃষ্টি।

আমার শীতের কুয়াশা তুমি,
শিশির ছিটানো পাপড়ি।

আমার গোধূলির আকাশ তুমি,
রক্ত রাঙানো শক্তি.

আমার জোসনার সোনালী আলোয়,
বাজানো বাঁশির সুর।

আমার গ্রীষ্মের তীব্রতায় তুমি,
ভালবাসার ক্লান্ত দুপুর...।

চ ন্দ্র বি ন্দু
মাহদী হাসান মুয়াজ

তোমাকে করিয়াছি,
জীবনের ধ্রুবতারা।

এই জীবনে কভু,
হবো না'কো পথ হারা।

আমি যেথায় যাই না'কো,
তুমি আমার নয়ন তারা।

তবু আমার নয়ন ভরে,
দেখি তোমার রূপধারা।

প্রিয় প্রেয়সী
মাহদী হাসান মুয়াজ

আমায় তুমি খুঁজে পাবে
শিশির ভেজা প্রভাত ঘাসে।

ভোরের ঐ মিষ্টি আলোয়
থাকবো আমি তোমার কাছে।

সকল সময় যখন তুমি
ভাববে আমায় নিজের মনে।

স্মৃতির ভিড়ে খুঁজে পাবে
তোমার দেখা পথ পানে।

স্বপ্নপুরী
মাহদী হাসান মুয়াজ

আমি নিত্য গিয়েছি–
মেঘের রাজ্যে,
খুঁজেছি চক্ষু মেলে।

কোন সে টানে–
ছুটছে হৃদয়!
মায়ার পেখম তুলে।

সেই রাজ্যে পরীর বসত,
শুনেছি লোক মুখে।

পরীর রাজ্যের রাজকুমারী
ডাকছে আমায় দুঃখে।

ভালোবাসা
মাহদী হাসান মুয়াজ

তুমি আমার রঙিন স্বপ্ন
মন দেয়ালের ছবি।
তুমি আমার চাঁদের আলো
সকাল বেলার রবি।

তুমি আমার নদীর মাঝে
একটি মাত্র কূল।
তুমি আমার ভালোবাসার
সুন্দর গোলাপ ফুল।

ঋতুরাজ বসন্ত
মাহদী হাসান মুয়াজ

উজ্জ্বলতায় সমগ্র দিগন্ত,
ফিরে এলো আজ আবার ঋতুর বসন্ত।
বৃক্ষরাজিতে ফুটেছে ফুল,
জুঁই, চামেলী, শিউলি, বকুল।

ফুরফুরে বাতাসে পাখির সুর,
উপভোগ করতে কি'যে মধুর।
সবুজ রঙের নকশি কাঁথায়,
দোয়েল নাচে ডালিম পাতায়।

প্রকৃতি যেন জীবন্ত,
এমন ঋতু আসুক অফুরন্ত।
এসব আমার মনের আনন্দ,
কাব্য লেখায় খুঁজে ফিরি ছন্দ।

কবি পরিচিতিঃ কবি জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন ২০০৪ইং সালের ১৫ই জুন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার উপজেলার, পি এম খালী ইউনিয়ন, উত্তর ডিক পাড়া গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম- মোঃ মুফিদুল আলম এবং মাতার নাম- মোছাঃ হাছিনা মমতাজ। তিনি বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যে কক্সবাজার সরকারি কলেজে অধ্যায়নরত। তিনি ছোট বেলা থেকে সাহিত্য অনুরাগী!

শেষ টিকিট

জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন

নিশিরাতে একাকী
ভয় দেয় উঁকি,
অঙ্গারে পুড়ে ঠোঁট
অশ্রুতে ভাসে চোখ।

প্রশ্ন দেয় দোলা
হারিয়ে যাবো কী?
চাঁদও আজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে
কলঙ্কের দাগ যে লেগেছে।

হঠাৎ করে শুনি কু-ঝিকঝিক ট্রেনের শব্দ
চলছে সেই অচেনা স্টেশনে—
উঠে পড়বো কী?
রহস্যময়ী সেই ট্রেনে....

টিকিট যে কেনা হয়ে গেছে
হারিয়ে যাবো কী?
হারিয়ে যাবো.....!

অভিমানী বৃক্ষেরা ক্ষমা করেনি

জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন

অনুতাপহীন পাপের শাস্তি প্রচন্ড
দাবদাহে...
অভিমানী বৃক্ষেরা ক্ষমা করেনি...
প্রেম পোড়া বাতাসে তাই
আগুন সর্বত্র...
মানুষের নিষ্ঠুর আঘাতে বদলে
যায় পৃথিবী...
কালো পায়ের চিহ্ন আজ নরম
মাটির ঈশ্বরের বুকে....
পাপের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে জন্মের
সমান্তরালে...
তাই'তো গ্রহণ লাগলে এখানে
করতালির শব্দ আসে ভেসে...
দেখতে হয় তাই পুষ্পহীন দিন আর
বৈশাখের তীব্র দাবানল...
এখানে হলুদ পাতার স্তূপে স্তূপে
অস্তমিত দেহ আর নীরব দীর্ঘশ্বাসের
বৈরী সময়....।

ব্যস্ততার মাঝে
জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন

ব্যস্ত এই শহরে
হাজার লোকের মাঝে,
বেদনায় রিক্ততায়
হারিয়ে যাই নিজে।

সময়ের স্রোতে যখন
জীবন থমকে দাঁড়ায়,
শুধু মনে হয় যাব ফিরে
রঙিন সেই ছেলেবেলায়।

হঠাৎ আবার মনে পড়ে
সেসব দিনের কথা,
সুখের চাদরে মোড়া
মোর সারাটা বেলা।

ক্লান্তির শেষে যেন
নীরব হয়ে সাঁঝে,
খুঁজে পাই একটু সুখ
শত ব্যস্ততার মাঝে।

আমার কবিতা

জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন

মানুষের কথা বলে
মানুষের সাথে চলে।

সংকটও তুলে ধরে
সুদিনের চেষ্টা করে।

নিপীড়িতদের সাথে
তাদেরই হাতে হাত।

লেখা সকলের তরে
রবে সবার ঘরে ঘরে।

সংকট মোচন করুক
সকলের হাত ধরুক।

এগিয়ে এগিয়ে চলুক
মানুষের কথাই বলুক।

থেকে যাক সবার ঘরে
হোক মানুষেরই তরে।

রক্ত বদলে ফেলো
জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন

রক্ত দিয়ে রটে শত
নতুন নতুন গল্প,
রক্ত দেখা নিত্য অভ্যাস,
রক্তের মানুষ অল্প।

রক্ত বদলে ফেলো!
তাজা রক্ত নিয়ে খেলো?
জঙ্গলের পশু তো নয়,
রক্ত পিপাসোর, মাংস পিভক্ষকদের
এদেশে আনাগোনা হয়।

অচেনা সুরের বিরাগী
জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন

আমি একজন মন খারাপের রোগী,
পালিয়ে বাঁচার দিনগুলোতে নিজের সহযোগী।
নিজেকে ফিরে পেলে আমি অনুরাগী,
তবুও কত-শত বেদনার ভুক্তভোগী।

দূরত্ব ঘোড়ার পিঠে চড়ে হলাম অভাগী,
নিশানাহীন স্রোতের টানে হয়ে গেলাম দাগী।
দরিয়ার মাঝে বৈঠা হারায় মাঝি আবেগী,
পালিয়ে বেড়িয়ে করছি নিজেকে অচেনা সুরের বিরাগী।

গুদাম পূর্ণ কষ্ট
জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন

বিক্রি হতো! কষ্ট জমা আছে অনেক,
খরিদ্দারকে দিতাম দামে অর্ধেক।
কষ্ট নিবে দাম দিবো না চড়া,
গুদাম পূর্ণ কষ্টের আড়ত ভরা।

সুখ বিদায় নিল অচিন দেশে,
মনের পুকুর ভরে গেল কষ্ট ভেসে।
সরে গেল দেখে কষ্টের ওজন,
বুঝবে না আপনজন।

ছুঁতে চাই
জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন

স্বপ্ন ক্যানভাসে আঁকা জলছবি,
বিবর্ণ, বেরঙিন স্পর্শে কিরণ দেয় রবি।
স্বপ্ন দেখা, তাকে বাঁচিয়ে রাখা,
পেতে তার ছোঁয়া রঙ তুলি জীবনে মাখা।

চিত্ত ব্যাকুল পেতে চাই অনাবিল আনন্দের স্বাদ।
জীবনের স্রোতে ভেঙে ফেলে বাঁধ।
স্বপ্নকে ছুঁতে চাই, পেতে চাই উষ্ণ আলিঙ্গন।
যায় না ধরা স্বপ্নে ঘেরা স্ফটিকের আবরণ।

ছেঁড়া হৃদয়ের টুকরো
জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন

পড়ে আছে কত ছেঁড়া হৃদয়ের টুকরো এলোপাতাড়ি,
ছিলোই তো বেশ কিছুটা আড়াআড়ি।

হৃদয় ভাঙার শব্দ ও জমাট বাঁধে অগোচরে,
ছেঁড়া হৃদয়ের টুকরোগুলো চলে যায় কোন এক বিরহিণীর তরে।

সবশেষে বুঝিয়ে দিলে ছেঁড়া আর ভেজা এক নয়,
নিঃস্তব্ধতার শিশিরে ভিজে যাওয়া কি আর থেকে রয়!

বৃষ্টির আকাশ
জান্নাতুল তাবাচ্ছুম তাহসিন

চেয়ে দেখো আকাশ পানে,
দূরের কিংবা কাছের মেঘগুলো এক হয়ে মিলে যেতে জানে।
জলে ভেজা আঙুলে লিখে যায় তার নাম মোর মনে,
ঐ প্রান্তরে সত্যি কি কেউ আছে!
সে কেন যেন চোখ বোঝে ঠোঁট ছুঁয়ে যায় প্রতিক্ষণে।

ঝর ঝর বৃষ্টি যে মোর অঙ্গে মাখি,
বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে ধরে রাখি।
এই বুঝি ফিরে মোর পোষা পাখি,
মেঘ ডাকা বর্ষায় কত বাহানায় দেখি।

এলোমেলো ভেজা চুলে,
নিজ হাতে মালা গেঁথে বকুল ফুলে।
পরিয়ে ফুলের মালা একা রেখো না অবহেলে,
জমে থাকা অভিমান কিছুটা হলেও ভুলে।

কবি পরিচিতিঃ কবি হাবিবুর রহমান (হাবিব) ইবনে সাইফুল। জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ইং নীলফামারী জেলার অন্তর্গত ডোমার থানায়। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ এলাকায় শুরু করেন অতঃপর উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজধানী ঢাকায় আসেন এবং সেখানে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে কবিতা লেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন তন্মধ্যে, সাহিত্যিক ও লেখক সাঈদ আহমদ, মুহাম্মদুল্লাহ, কবি সালমান সহ আরো অনেকেই এবং বিভিন্ন বই ও পত্রিকায় লেখা দিতে থাকেন।

হিম্মৎ
হাবিবুর রহমান

নিঃস্ব নই আমি নশ্বর এ ভুবনে,
যদিও; নিঃস্বতার আগুন ভস্ম
করিল আমারে।

বিপদ আসিবে নসিবে, তাতে
কি আর ভেঙে পড়া যায়!
সর্বদা বিপদকে কেটে উঠার
হিম্মৎ রাখতে হয়।

মানুষ বলিবে কত কিছু হায়, তাতে
মোর কি আসে যায়।
তবে কিছু মানুষের কটূক্তি থেকে
বাঁচা বড় দায়।

সফলতার আগে তিরস্কারের দাগ
লাগবে তোমার গায়,
তাই বলে কি তিরস্কার শুনে
সফলতার হাল ছাড়া যায়।

উৎসর্গ
হাবিবুর রহমান

খন্ড খন্ড মেঘ তুমি
আকাশ ভরা তারা,
নশ্বর এ ভুবনে খুঁজি
প্রায় পাগলপারা।

শূন্য নই আমি, এই
ভরা জমিনে, তবে
শূন্য আমি তুমি হীনে।

আশার তরী ভাসিয়ে দিলাম
তোমার মন পানে,
পাবো বলে তোমায়
চেয়েছি হৃদয় গহীনে।

ঈষৎ মনে দিও
মোরে ঠাঁই,
ভবলোকে, পরলোকে
তোমারি সঙ্গ চাই।

কবি পরিচিতিঃ কবি আহমেদ মুরসালীন। এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম গ্রাম বানিয়াচংয়ের অন্তর্গত কাগাপাশা এলাকায় তার জন্ম। ছোট বেলা থেকেই কাব্য-কবিতা, হামদ্- নাতের প্রতি তার ঝোঁক অনেক বেশি। গ্রামের ছোটখাটো মাদ্রাসাতে তার পড়াশোনার হাতেখড়ি। এই অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী বর্তমানে ঢাকার "জামিয়া বাবুস সালাম বিমানবন্দর" মাদ্রাসা'য় অধ্যয়নরত আছেন।

রাতের শহর...
আহমেদ মুরসালীন

ব্যস্ত শহর, ব্যস্ত মানুষ
ব্যস্ত পথের ভিড়;
চলছি আমি তারই মাঝে
একলা মুসাফির...।

চলার মাঝেই রাত্রি এলো
সূর্য গেল পাটে,
দিন ফুরালে ফিরছে সবাই
যে যার সুখের বাটে।

একে একে উঠলো জ্বলে
পথের পাশের বাতি,
রঙিন আলোয় মায়া জাগায়
তিলোত্তমার রাতি।

দেখছি সেসব অবাক চেয়ে
আমার গেঁয়ো চোখে,
আর যাচ্ছে ভিজে মনের জমিন
শহুরে এক সুখে...।

জীবনের ছন্দ....
আহমেদ মুরসালীন

আবেগ হলো খড়ের আগুন
দপদপিয়ে জ্বলে,
বিবেক মশাই ঠাণ্ডা মাথায়
সঠিক কথা বলে।

আবেগ দিয়ে হয় না বিচার
ভাঙ্গে ন্যায়ের দন্ড,
বিচার আসে নিজের কাছে
সবাই বলে ভণ্ড।

আবেগ আনে চোখে পানি
নরম করে মনকে,
বিবেক আসে হৃদয় থেকে
অমর রাখে ক্ষণকে।

আবেগ চলে বিজলী বেগে
সরলপথ বা বক্র,
বিবেক হলো ফায়ার ফাইটার
নিভায় মন্দের চক্র।

আবেগ দিয়ে পথ চলো না
ফল হবে তার মন্দ,
জীবন হবে বিফল বেকার
বিবেক আনে ছন্দ।

কবি পরিচিতিঃ মোঃ রাফি রহমান চৌধুরী। পিতা: মোঃ কে. এ. সুমন চৌধুরী মাতা: নুসরাত জাহান জোনাকি। জন্মঃ ২৪ জানুয়ারি ২০০৩ ইং। রোজঃ সোমবার ফজর বাদ। সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার এক মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ যে আল্লাহ তাকে স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্য হতে বাছাই করে মাদ্রাসায় পড়ার তৌফিক দিয়েছেন। তিনি বড়ই সৌভাগ্যবান। বর্তমানে তিনি "মাদরাসাতুর রহমান আল আরাবিয়া'য় 'শরহে বেকায়া' জামাতে অধ্যয়নরত আছেন"। ছোটবেলা থেকেই তিনি সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন।

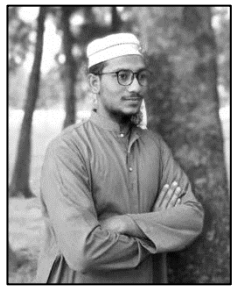

কতটা ভালোবাসি তাকে
রাফি রহমান চৌধুরী

আমি এমন এক জীবন সঙ্গিনী চাই–
যে আমায় পথ চলতে শেখাবে,
অন্ধকার হতে আলোর দিশা দেখাবে,
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসাহ যোগাবে।

আমি এমন এক জীবন সঙ্গিনী চাই–
যার সাথে চলে দূর-দূরান্তে যাওয়া যাবে,
শত্রুদের পরাজিত করা যাবে,
এমন একজনকে নিজের করে রাখতে চাই।

যাকে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া,
সংশয় ছাড়া, বলতে পারব
কতটা ভালোবাসি তাকে।

নকঁশে কদম
রাফি রহমান চৌধুরী

তুমি কি জানো, ওহে নবী!
প্রথম যখন শুনি তোমার নাম
তোমার প্রজ্ঞা, তোমার দান
তোমার আমানত, তোমার গুণগান
মনে শুধু ভেসে ওঠে তোমার ছবি।

যখন পড়ি তোমার জীবনী
মনমুগ্ধ হই আমি তখনি,
তোমার আঁচল ধরে হেঁটে যাই
তোমার ছায়ায় নিজেকে খুঁজে পাই।

তুমি রেখে গিয়েছো দুনিয়া'র–
বুকে লক্ষ তারার মেলা
তাদের পরশে ধরণী হলো উজালা।

আমারও খুব ইচ্ছা হয়
তাদেরই মতো হই
সবকিছু ছেড়ে দিয়ে
তোমার নকঁশে কদমে পড়ে রই।

মা
রাফি রহমান চৌধুরী

এই 'মা' শব্দটা না খুবই মূল্যবান
যা শতকোটি টাকার বিনিময়েও
ক্রয় করা সম্ভব নয়।
যদি আমি নিজেকে
বারংবার জিজ্ঞাসা করি
তুমি কিভাবে এতদূর পর্যন্ত এসেছো?
প্রতি উত্তরে বলব 'মা'।
দুনিয়ার আলো দেখার
মাধ্যম হল 'মা'
আদর দ্বারা জীবন পরিপূর্ণ
হওয়ার মাধ্যম হলো 'মা'।
মেঘ যেমন করে মানুষকে
ছায়ার মাধ্যমে প্রশান্তি দেয়
'মা'ও তেমনি সন্তানকে
আঁচলের নিচে রেখে ছায়া দেয়।
যখন 'মা' দুনিয়া থেকে পারি জমায়
চিরস্থায়ী পরপারের দিকে,
তখনি দুনিয়া হয়ে যায়
আমার জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন।
আজ আর নেই
সেই ছায়া,
নেই সেই বিশ্রামাগার,
নেই সেই কণ্ঠস্বর।
জানো 'মা'!
আজ তুমি না থাকাতে বুঝি
তুমি হীনা
জীবনটা আমার বিষাদে পরিপূর্ণ।

কবি পরিচিতিঃ কবি মোঃ বজলুর রশীদ ১ জানুয়ারী ১৯৮১ ইং সালে নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলাধীন জলঢাকা সদর ইউনিয়নের চেড়েঙ্গা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত মোঃ সামসুদ্দিন জলঢাকা প্রাণী সম্পদ অফিসে ভি.এফ.এ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৪/১২/২০০৪ইং সালে গোলনা শহীদ স্মৃতি কলেজ জলঢাকা, নীলফামারী, মনোবিজ্ঞান বিষয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন এখন পর্যন্ত কর্মরত আছেন। পাশাপাশি তিনি জলঢাকার একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল জলঢাকা নিউজ এর সম্পাদক। কবির লেখা প্রকাশিত যৌথ কাব্যগ্রন্থ কাব্যে ফুলের সুবাস ও ৯৫ কাব্য সম্ভার।

নীল রমণী

মোঃ বজলুর রশীদ

দূর দিগন্তে পড়ন্ত বিকেলে,
কাশফুলের আভা ছড়ানো,
মাতাল হাওয়ায়,
পাখিরা ফিরে যখন নিজ ঠিকানায় !

তখন মনে পড়ে তোমায়,
নীল শাড়িতে,
খোঁপায় শিউলি ফুল,
কপালে সরিষার টিপ,
পায়ে আলতা রাঙানো,
গ্রাম বাংলার সেই চিরচেনা রমণী ।

দেখা হয়নি তোমায় স্বপ্নে,
কিংবা মনুষ্যের আবাসস্থানে,
কল্পনাতে খুঁজি তোমায়,
সাজিয়েছি তোমায় যতনে,
মণি কোঠায় !

যার খোঁজে হাজার,
বছর ধরে অপেক্ষায় !
আবহমান গ্রামের মেঠো পথে,
বট বৃক্ষের ছায়ায় ,
আমি ক্লান্ত - শ্রান্ত আজ,
তোমার অপেক্ষায় ।

পথশিশু

বজলুর রশীদ

ময়লা পোশাক জীর্ণ-শীর্ণ দেহ,
এলোমেলো চুল ঘুরে বেড়ায় পথ শিশুরা,
ভুলে বাসা খুঁজে কংক্রিটের শহরে,
কংক্রিট খেলার মাঠ, রেললাইনের প্ল্যাটফর্ম,
তাদের একমাত্র রাজ্য।

ঘুরে বেড়িয়ে কেটে যায় দিন,
শীতলতায় কেটে যায় রাত,
শীত পেরিয়ে চলে যায় দিনের পর দিন,
তীব্র শীত, খরা, রোদ
ঝড়, বৃষ্টি যেন তাদের বন্ধু হয়ে পাশে দাঁড়ায়।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নীরবতা দুই নয়নে,
বেদনার সুর তাদের কণ্ঠে,
শহরের রাস্তায় খালি পায়ে ক্ষুধার্ত পেটে,
হাজার স্বপ্ন নিয়ে ল্যাম্পপোস্টে নিভু নিভু আলোয়,
তাদের অজানা গল্প রাঙিয়ে দেয়।

পথ চলতে চলতে পথশিশুরা থামিয়ে দেয়,
পৃথিবীর সভ্য সমাজের আবেগ,
অনাকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন নিয়ে,
লিখে যায় জীবনের মহাকাব্যে।

কবি পরিচিতিঃ ইশরাখ ইমু। জন্ম ২১ আগস্ট ২০০৪ইং সালে ফেনী জেলায়। পিতা- কবির আহমেদ ও মাতা- আমেনা খাতুন এর আদরের ছোট মেয়ে। হাই স্কুল থেকেই ঘটে যাওয়া ঘটনা লিখে রাখার অভ্যাস। কবিতার প্রতি ভালোবাসা থেকেই ভালো-মন্দ স্মৃতি, কবিতায় আবদ্ধ করা অভ্যাস তাঁর।

উপসংহার
ইশরাখ ইমু

তোমার ওই ঝাপসা কালো স্নিগ্ধ আঁখি,
ব্যাকুল হয়ে তা হরণের স্বপ্ন দেখি।
আমি তোমার সেই হরিণী,
যেথায় চোখটি তোমার, আমি না হয় মধ্যমণি।

তোমার ওই উষ্কখুষ্ক কোঁকড়ানো চুল,
তুমি আমার বর্ষা হলে, হবো না হয় কদম ফুল।
আমি তোমার সেই সমুদ্র,
যেথায় রাত্রি তুমি, আমি না হয় চন্দ্র।

তোমার ওই আলতো ছোঁয়ার মায়া মাখানো ওড়না,
দেখতে যেন সদ্য দেয়া কচুরিপানার ফুলের আলপনা।
আমি তোমার সেই মুচকি হাসি,
যেথায় বিচ্ছেদে তুমি, আমি তোমায় আজও ভালোবাসি।

তোমার ওই সাদা কালো পরিয়ে দেয়া ঘড়ি,
আজ আমি ভাব হলেও তুমি হবে আড়ি।
আমি তোমার সেই দিবা স্বপ্নের অধিকার,
যেথায় তুমি আমার প্রথম প্রেম, আমি তোমার উপসংহার।

তুই নেই বলে
ইশরাখ ইমু

তুই নেই বলে–
হাঁটি না আর দিঘির পাড়ে।
আগের মতো দাঁড়াস না কেন?
তিন রাস্তার মোড়ে।
তুই নেই বলে–
ফোনটা যাই ফেলে।
কল দিয়ে আর বলে না তো কেউ, দোস্ত!
দৌড় দিয়ে আয়, বাসটা যাবে চলে।
তুই নেই বলে–
মাথায় আর দেয় না কেউ টোকা।
আগের মতো জ্বালাস না যে আর,
তুই ছাড়া পাশের সিটটা লাগে যে খুব ফাঁকা।
তুই নেই বলে–
দোকানটা পার হয়ে যাই।
আইসক্রিম আর খাবি না বুঝি?
আসতি যদি সেই দিনগুলো নিয়ে, আয় না, ফিরে আয়।
তুই নেই বলে–
ব্যাগটা ধরে না কেউ যদিও যায় পড়ে।
পারিস না বুঝি আবার আসতে?
এগিয়ে নিতে দোয়েল চত্বরের ভিড়ে।
তুই নেই বলে–
দোস্ত বলে ডাকে না কেউ আজ।
আমায় বুঝি তোর পড়ে না মনে?
হয়েছিস খুব, ব্যস্ত নিয়ে কাজ।
তুই নেই বলে–
রঙিন মলিন স্মৃতিভরা দিনগুলো খুব পড়ে মনে।
সব থেকেও শুধু তুই নেই বলে,
একা আমি ভীষণ রকম এই শহরের কোণে।

কবি পরিচিতিঃ এস.এম.জাহিদুল ইসলাম টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার, ভাদ্রা ইউনিয়ন এর চাষাভাদ্রা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৯৮ সালের ০৯ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৃতঃ ময়নাল হক এবং মাতা জুলেখা বেগম এর তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ২০১৫ সালে এসএসসি, ২০১৭ সালে এইচএসসি, ২০২০ সালে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখন সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ মানিকগঞ্জ এ মাস্টার্সে পড়েন। ২০১৫ সাল থেকে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। তার প্রথম লেখা "মায়া" কবিতাটি ব্যপক সাড়া ফেলে, এবং "মাতৃভাষা" কবিতাটি ২০২৪ সালে বিভিন্ন কবিতা গ্রুপ থেকে সেরা সম্মাননা পান।

অবদান

এস.এম. জাহিদুল ইসলাম

নেশা আমার লেখালেখি,
পড়ালেখা অল্প।
প্রতিদিন কবিতা লিখি,
লিখিনা কোন গল্প।
গল্পেতে থাকে সকল
বিস্তারিত কথা,
লেখতে লেখতে হয়,
হাত ব্যথা।
লেখালেখি করি আমি,
সবাই ভাবে কবি।
মনের ভিতরে আঁকা আছে,
একটি মেয়ের ছবি।
তাকে নিয়ে ভাবি যখন,
লিখতে আমি পারি।
এতটুকু লেখার অবদান,
একমাত্র তারি।

মাতৃভাষা
এস.এম. জাহিদুল ইসলাম

মায়ের মুখে প্রথম শুনি,
মাতৃভাষায় কথা।
জড়িয়ে আছে এই ভাষাতে,
আবেগ আর ব্যথা!

ভাষার জন্য দিয়েছে যারা প্রাণ,
অমর তাঁদের আত্মত্যাগে!
সারা - বিশ্ব দিল,
বাংলা ভাষার মান।

শহীদদের স্মরণে লিখলাম,
আমার মনের ভাষা।
স্বাধীন ভাবে কথা বলবে,
বাঙ্গালীর ছিলো আশা।
সব জাতিকে চিনিয়ে দিলাম,
বাংলা মোদের মাতৃভাষা।

ললনার দেখা
এস.এম. জাহিদুল ইসলাম

দেখতে তোমায় মায়াবতী,
পরনে নীল শাড়ি।
কি তোমার নামটি,
কোন গাঁয়ে বাড়ি।

মুখে তোমার চাঁদের কিরণ,
মায়া ভরা আঁখি।
এক নজর দেখলে তোমায়
তাকিয়ে থাকি আমি।

আমার দেখা প্রথম ললনা,
মিষ্টি মুখের হাসি।
ওগো প্রিয়তমা আজ থেকে,
তোমায় অনেক ভালোবাসি।

কথা দিলাম সারাজীবন
বাসবো ভালো, দিবো না কষ্ট।
তোমার মতামত না জানালে,
হবে জীবন নষ্ট।

মায়া

এস.এম. জাহিদুল ইসলাম

মায়ার বাঁধনে,
বাঁধিয়াছো মোরে,
ভালোবেসে ঘর বাঁধবে বলে,
বুকের মাঝে সে কথা আজও কেন কয়?
আশাতে মানুষ বাঁচিয়া থাকে,
নিরাশায় হয় ক্ষয়!

তোমার মনের বাগানে ফুল নিয়ে,
একটা মালা গেঁথে রেখে ছিলাম।
তোমার দেওয়া ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটা,
মনের মত সাজিয়ে দিলাম।
তুমি আসবে বলে, আসোনি'তো!

তিন জনকে বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলে,
দু'জন পথেই হারিয়ে গেছে।
একজন আমার সঙ্গে থাকে,
রোজ রাতে পাশে।

স্বপ্নের মাঝে পাই তাকে,
আমার অনেক কাছে।
সুখ-দুঃখের কথা বলি,
ওর জন্যই আছি বেঁচে।

তবুও মনে হয় মিছে
আশায় বেঁচে আছি,
সে'তো আমার—
আপন কেউ নয়?

বই নিয়ে বিখ্যাত মনিষীদের কিছু উক্তি

- ✓ বই কিনে কেউ কোনোদিন দেউলিয়া হয় না। —সৈয়দ মুজতবা আলী
- ✓ বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া হয় না, কোনদিন মনোমালিন্য হয় না। —প্রতিভা বসু
- ✓ জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন- বই, বই এবং বই। —টলস্টয়
- ✓ বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ✓ বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ✓ আমরা যখন বই সংগ্রহ করি, তখন আমরা আনন্দকেই সংগ্রহ করি। —ভিনসেন্ট স্টারেট
- ✓ ভালো বই পড়া যেন গত শতকের মহৎ লোকের সাথে আলাপ করার মতো। —দেকার্তে
- ✓ বই পড়ার অভ্যাস নেই আর পড়তে জানে না এমন লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। —মার্ক টোয়েইন
- ✓ গৃহের কোনো আসবাবপত্র বইয়ের মতো সুন্দর নয়। —সিডনি স্মিথ
- ✓ অবসরে বই পড়ুন, সুন্দর ও সুশীল জীবন গড়ুন। —অনামিকা চৌধুরী।

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্র কা শ নী

বই প্রকাশ শুধু মাত্র বই মেলার জন্য নয়। বই প্রকাশ হবে সারা বছর ঘরে বসে ঝামেলাহীন।
একক কিংবা যৌথ সাহিত্যিক কিংবা একাডেমিক বই এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে আজই যোগাযোগ করুন।

ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

ফকির বাড়ি মোড়, ডুয়েট, গাজীপুর।
মোবাইলঃ ০১৭৫৫-২৭৪৬১৪. ০১৯৭৫-২৭৪৬১৪